Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১১ই ভাদ্র বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 27th Aug. 1952 | ১৫শ সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. SERVICE

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ

—০—

স্বাধীনতা আমদানীর পর এই দুই প্রদেশের ভাগ্য তুলনা করিয়া বলা যায়—

বিহারের পৌষ মাস—
পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বনাশ!

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রীয় সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন বিহারী নেতা ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে (এক সাহেবী চাল ছাড়া) বিহারে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি বিহারের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য পক্ষপাতিত্ব করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, একথা সর্ব্বজনবিদিত। বিহার সরকার বঙ্গভাষাভাষী জেলাগুলি পশ্চিম বঙ্গকে ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাবে তাঁহার সুচিন্তিত মত জানিতে চাহিলে, তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিহার সরকার তাঁহার কাগজপত্র খুঁজিলেই দেখিতে পাইবেন—"বঙ্গ ভাষাভাষী যে সকল অঞ্চল ইংরেজের ব্যবস্থায় বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশভুক্ত হইয়াছিল—কংগ্রেস সেই সকল স্থান বাঙলার সামিল করার প্রতিশ্রুতি ইংরাজের এই অব্যবস্থার প্রবর্ত্তনাবধিই দিয়া আসিয়াছেন—আজ এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সঙ্গত হইবে না, কারণ, ঐ সকল স্থান বিহারভুক্ত রাখার কোন সঙ্গত অধিকার বিহারের নাই।" আজ পশ্চিম বাঙলার দুর্ভাগ্যক্রমে ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ ইহলোকে নাই।

গণতন্ত্র ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতিও বিহারী নেতা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এখনও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ হইল, তারপর ২১শে ডিসেম্বর পাটনায় হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণে দেখিতে পাইবেন—**বিহার প্রদেশ হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যে ত্রুটি হেতুই পশ্চিম বঙ্গ সিংহভুম ও ধলভুম হিন্দী ভাষাভাষী নহে বলিয়া ঐ দুই স্থানের পশ্চিম বঙ্গ ভুক্তির দাবি করিতেছে।** বেশ বোঝা যায় বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি একদিন বিহারের অন্যায় স্বার্থের পক্ষপাতিত্ব করিয়া এই সব অঞ্চলের লোককে হিন্দী ভাষাভাষী করিবার চেষ্টা করিতে হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনীকে উপদেশ দিয়াছেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে বিহার প্রদেশের অঙ্গপুষ্টির সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রস্তাব করেন—Congress prays that in re-adjusting the provincial boundaries the Government will be pleased to place all the Bengali-speaking districts under one and the same administration.

—কংগ্রেসের নিবেদন—গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক সীমানার পুনর্ব্যবস্থা করিয়া বাঙলা ভাষাভাষী জেলাগুলিকে যেন একই অভিন্ন শাসনাধীনে স্থাপন করেন।

এই প্রস্তাব সমর্থন করেন—বিহারের কংগ্রেস প্রতিনিধি পরমেশ্বর লাল। তিনি বলেন—"পুনর্গঠন কালে যেন বঙ্গ ভাষাভাষী জিলাগুলি বাঙলাভুক্ত করা হয়—তাহাতে কোন বিহারীর আপত্তি থাকিতে পারে না।"

গত সাধারণ নির্ব্বাচনের ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যখন বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মানভূম-ধলভূম অঞ্চলে গিয়া বিহারী কংগ্রেসপ্রার্থীর অনুকুলে ভোট দিবার জন্য বাঙলা ভাষাভাষী ভোটারগণকে অনুরোধ করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের পশ্চিম বঙ্গ ভুক্তির দাবী জ্ঞাপন করিলে, তখন বিহারী মন্ত্রী একজন তাহাদের আশা দিয়াছিলেন যে, নির্ব্বাচনের পর ডাঃ রায় পশ্চিম বাঙলার প্রধান মন্ত্রী এ বিষয়ে যাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন, তাঁহারা তাহাই মানিয়া লইবেন।

পশ্চিম বাঙলার কি সরকার, কি কংগ্রেস, মানভূমবাসীর সত্যাগ্রহে দলে দলে উৎপীড়ন ও কারাবরণ করার সময় কোনও সহানুভূতি করেন নাই। আজ পূর্ব্ব বঙ্গের উৎপীড়িত দেশত্যাগীদের স্থান সংকুলান জন্য সমস্ত বাঙলা ভাষাভাষী অংশ বিহারের নিকট দাবী না করিয়া পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় কিয়দংশ পশ্চিম বঙ্গকে দিবার জন্য বিহার সরকারের নিকট যাচ্ঞার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যে ডাঃ রায়ের মীমাংসা বিহারী মন্ত্রী ভোট আদায়ের জন্য মানিয়া লইবেন বলিয়া ধাপ্পা দিয়াছিলেন, আজ সেই ডাঃ রায়ের উদ্দেশে অনেক বিহারী, বিহারী মেজাজ দেখাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। শ্রীমহেশ প্রসাদ সিংহ শুধু বিহারে গর্জ্জন করেন নাই, বোম্বাই সহরে গিয়াও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভয় দেখাইয়াছেন—ডাঃ রায় এই স্থান চাহিয়া যে অপকর্ম্ম করিয়াছেন, ইহাতে বিহারবাসী বাঙালীদের অবস্থা বিব্রত হইয়া পড়িবে। তিনি কি মনে করেন কাঙালী বাঙালীরা অনেকে বিহারে বাস করে, আর অদৈন্য বিহারীরা কেহই বাঙলার মুখাপেক্ষী নহে? এই সব অপরিণামদর্শী নেতা নামধারী ব্যক্তিগণের কথা শুনিয়া একটি পুরাতন বাঙলা প্রবাদ মনে হয়—

"যাকে স্বামীতে দেখতে পারে না
তাকে রাখালে ঢেলা মারে।"

ক্ষমতার উচ্চতমাসনে আসীন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারী, ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজীর এ সম্বন্ধে মতামত পশ্চিম বাঙলার অনুকূল নহে জানিয়া এই লম্ফঝম্প। দেশ বিভাগের ফলে সর্ব্বহারা পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের দুর্গতির জন্য দায়ী স্বাধীনতা লাভের অছিলায় পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতালোভী, সাম্প্রদায়িকতার নিকট পরাজয় বরণকারী জাতীয়তাবাদী নামধারী দুর্নীতিপূর্ণ কংগ্রেস। অনেক বিহারী আবার মিষ্ট কথায় সহানুভূতি দেখাইয়া বলিয়াছেন—আমরা উদ্বাস্তু ভাইদের জন্য সর্ব্বদা বিহারে পুনর্ব্বাসনের স্থান দিতে উদ্‌গ্রীব। কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা যদি ইঁহাদের মত বিহারে গিয়া উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থার কথা আবার বলেন, তাহা গ্রহণ করাও বিপজ্জনক, কারণ বিহারীরা সাধারণ বাঙালীকে ঘৃণা করিয়া দোঁহা রচনা করিয়াছেন তাহা প্রতিনিয়ত মৎস্যভোজী বাঙালীর অন্তরে আঘাত করে—

ডাল বানাওয়ে ভাত বানাওয়ে
পরবল কা তরকারী।
মছলী মার্ মার্ ভাত বানাওয়ে
অধম জাত বাঙ্গালী॥

তিল ভর্ মছলী খায় কর্
কোটি গৌ দে দান।
কাশী পর্ বৈঠ্ লে মরে,
তউবি নরক নিদান॥

এই ব্যাপারে জগৎ কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের বিচার দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

পথের পাতক

—০—

গত ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে যখন রঘুনাথগঞ্জ হইতে জঙ্গিপুর ষ্টেশন রোডের খড়খড়ি সাঁকোর পশ্চিমে মেরামত কার্য্য চলিতেছিল, তখন রাস্তা বন্ধ থাকায় সোনাটিকরী গ্রামের পার্শ্বস্থ জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া সকল প্রকার যান চলাচল করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সুযোগে শুষ্ক নদীতে ঘাটের ইজারদার জুলুম করিয়া গোগাড়ীর পারানির পয়সা আদায় করিতেছিল। জঙ্গিপুর হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীপশুপতি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এ দায় হইতে রেহাই পান নাই। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করি গত ১৩ই ফেব্রুয়ারীর "জাঙ্গপুর সংবাদে।" জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই জুলুম নিবারণ করেন।

"মুর্শিদাবাদ সমাচার" এই রাস্তা সম্বন্ধে অভিযোগ প্রকাশ করার পর কর্ত্তৃপক্ষের পত্রানুসারে সাধারণকে জানান যে উক্ত রাস্তা মেরামত শেষ হইয়াছে। "মুর্শিদাবাদ সমাচার" ইহা প্রকাশ করার পরও দেখা গিয়াছে যে তখনও রাস্তায় মাটি ছিটাইয়া রোলার টানা হইতেছে। আমরা ইহাও প্রকাশ করিয়াছি ২৩শে জুলাইএর কাগজে।

গত ২২শে আগষ্টের মেমো নং ১৩৩৬ জি চিহ্নিত পত্রে মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় আমাদের জানাইয়াছেন—

তিনি কোন কোন স্থানীয় পত্রে উক্ত রাস্তা মেরামত সম্বন্ধে ভুল (incorrect) বিবৃতি দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন।

তিনি আরও ইচ্ছা করিয়াছেন যে যদি কাহারও এ সম্বন্ধে যথার্থ অভিযোগ থাকে তবে তিনি (অভিযোক্তা) যেন স্বয়ং তাঁহার (ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খোলাখুলিভাবে জানান যে তিনি (অভিযোক্তা) কি চান।

যদি প্রত্যেকেই (each and every body) নিজেকে সর্ব্ব কর্ম্মে অভিজ্ঞ মনে করিয়া কেবলমাত্র সমালোচনা করিবার জন্যই সমালোচনা করেন, তবে তাহাতে কখনও কোনও সুফল হইবে না।

রক্তপিপাসু রাজপথ

রঘুনাথগঞ্জ মিত্রপুর রোডের রঘুনাথগঞ্জ হইতে রেললাইন পর্য্যন্ত পথে তীক্ষ্ণ ছুঁচালো পাথর বিছাইয়া তাহার উপর মাটি চাপাইয়া রোলার টানিয়া দিয়া জেলা বোর্ডের পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছেন। বর্ষাকাল মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি ধুইয়া তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তরখণ্ডগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে মনে হয়—উপকথার বিশাল দেহ রাক্ষস তাহার বিরাট বদন ব্যাদনপূর্ব্বক দন্ত বিকাশ করিয়া নগ্নপদ পথিকগণের প্রতি পদবিক্ষেপে রক্তপিপাসা জ্ঞাপন করতঃ ভীতির সঞ্চার করিতেছে। এই রাস্তা দিয়া প্রত্যহ দিবারাত্রি বহু পাদুকাবিহীন গরীব পথচারী গতায়াত করে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দুঃখ নিবেদন ব্যয় সাপেক্ষ। তাহা অনেকেরই সাধ্যাতীত। আমরা জেলা বোর্ডের অন্যতম সদস্য জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব লুৎফল হক এম, এল, এ, সাহেবকে সানুনয়ে নিবেদন করি—তিনি যেন স্বচক্ষে এই রাস্তার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, ইহা পূর্ত্তকর্ম্মের ধূর্ত্ততার মূর্ত্ত বিকাশ কিনা, তাহা ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের গোচরে আনয়ন করেন।

জানালার শিক বাঁকাইয়া চুরি

গত ৫ই ভাদ্র রাত্রিকালে রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়ার শ্রীননীগোপাল নন্দনের পোক্তা ঘরের জানালার শিকের নীচে দিক টানিয়া বাহিরের দিকে বাঁকাইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দুইটি ষ্টিলের ট্রাঙ্ক চুরি করিয়া নিকটস্থ এক পতিত ভিটায় ভাঙ্গিয়া বস্ত্র ও কাগজ পত্রাদিসহ বাক্স দুটী ফেলিয়া গিয়াছে। গৃহস্বামী বলেন তাহাতে নগদ টাকা ও গয়না ছিল তাহা লইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সহরে এই প্রকার পদ্ধতিতে আরও দুইটী গৃহে চুরি হইয়াছিল। মনে হয় একদলের দুর্বৃত্তেরই এই সব চুরি। পুলিশ সন্দেহক্রমে কয়েকজনকে ধরিয়াছে।

সারা ভারত গ্রন্থাগার সপ্তাহ

৩১শে আগষ্ট তারিখটী ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলন সপ্তাহ দিবসরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আগামী ৩১শে আগষ্ট রবিবার হইতে এক সপ্তাহকাল ভারতের সর্বত্র ইহার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব পালিত হইতেছে। এই উপলক্ষে "গ্রন্থাগার প্রচার সমিতি" জাতির নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এই উৎসব নিম্নলিখিতভাবে পালন করা যাইতে পারে :—

১। প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে সুসজ্জিত করা। গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক পত্রিকাদির বার্ষিক হিসাব-নিকাশ (stock taking) ও গ্রন্থাগার গৃহের পরিষ্করণ, পরিমার্জন ও পুনর্বিন্যাস।

২। সভা-সমিতি, আলোচনা, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ, নৃত্যগীত, অভিনয় প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। গ্রন্থাগারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য-প্রচার।

৩। গ্রন্থাগারের উন্নয়নে অর্থ ও পুস্তক পত্রিকা সংগ্রহ।

গৃহস্থ ! হুসিয়ার !

বহুদিনের পুরাতন কথা—
গো, পো—চোখের সামনে থো !

গত ২৫শে আগষ্ট একটি ১৩ বৎসরের বেটা ছেলে, সে ভাল খেলোয়াড়, তাকে রাস্তার ধারে ডেকে একজন লোক কায়দা করে জ্ঞান লোপ করিয়ে জীপ গাড়ীতে চাপিয়ে কলিকাতা বালীগঞ্জ হ'তে ২৬ মাইল বেগে চালিয়ে নিয়ে যায়। ছেলেটির জ্ঞান হ'য়ে সে জীপ হ'তে লাফিয়ে প'ড়ে দৌড়ে হোটর ষ্টেশনে ষ্টেশন মাষ্টারের সাহায্যে রক্ষা পায়।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৩৬৩ খাং ডিঃ শ্রীমতী উমারাণী দেবী দেঃ ভোলানাথ সাহা দিঃ দাবি ১১৩৮৶৬ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ২৪৪ ১/৬ শতকের কাত ৩০৲ আঃ ৯০৲ (ক) খং ৪২৬ তদধীনস্থ খং ৪৩১ হইতে ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৩৬, ৪৪৫ হইতে ৪৫০, ৪৫১ হইতে ৪৬২, ৪৬৪, ৪৭৪ হইতে ৪৭৭, ৪৭৯ হইতে ৪৮১, ৪৮৪ হইতে ৪৮৬, ৪৯১, ৪৯৩, ৪৯৫ হইতে ৪৯৭, ৪৯৭।১০, ৪৯৮ হইতে ৫১২ মোট জমি ৬ একর ৩৬ শতক মধ্যে ১/৬ অংশ ১০৬ শতক (খ) খং ৪৩০ তদধীনস্থ খং ৪৩১ হইতে ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪৫ হইতে ৪৫০, ৪৫১ হইতে ৪৬২, ৪৬৪, ৪৭৪ হইতে ৪৭৭, ৪৭৯ হইতে ৪৮১, ৪৮৪ হইতে ৪৮৬, ৪৯১, ৪৯৩, ৪৯৫ হইতে ৪৯৭, ৪৯৭।২, ৪৯৮ হইতে ৫১২ মোট জমি ৫৮ শতক মধ্যে ১/৬ অংশ ৯ ২/৩ শতক (গ) খং ৩৮৩ তদধীনস্থ খং ৩৮৪ হইতে ৪০০, ৪০২ হইতে ৪০৬, ৪০৮ হইতে ৪২৮ মোট জমি ১-৮৩ শতক মধ্যে ১/৬ অংশে ৩০ ১/২ শতক খং ৬২৪ তদধীনস্থ ৬২৬, ৬২৯ তদধীনস্থ মোট জমি ৫-৬১ শতক মধ্যে ১/৬ অংশ ৯৩ ১/২ শতক খং ৬৪০ তদধীনস্থ খং ৬৪২, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৫৯, ৬৬০ মোট জমি ৪৫ শতক মধ্যে ১/৬ অংশ ৭ ১/২ শতক মোট ২৪৪ ১/৬ শতক

১৬২ খাং ডিঃ গৌরীশঙ্কর সিংহ দিং দেঃ সরোজাক্ষ মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ১৪৮৷৶৬ থানা সুতী মৌজে সাদিকপুর ২৪৮৮ শতকের কাত ৪৭/২ আঃ ৫০৲ খং ৫১৯

১০৯ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দিং দেঃ আব্বাস সেখ দিং দাবি ৮৯।৶৯ থানা সুতী মৌজে বংশবাটী ৮২৫।০ শতকের কাত ১২৷৶০ আঃ ৫০৲ খং ২৮১

———

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত